ভূমিকা

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত এস.এস.সি প্রোগ্রাম-এর জন্য 'মডিউলার পদ্ধতি'তে 'হিন্দু ধর্ম শিক্ষা' বইটি রচিত। 'ধর্ম' আমাদের 'ধারণ' করে, আমাদের মঙ্গল করে। ধর্মগ্রন্থসমূহে থাকে ধর্মানুষ্ঠানের পরিচিতি ও পদ্ধতি, ধর্মীয় নানা উপাখ্যান এবং অবতার বা মহাপুরুষদের আদর্শ জীবনচরিত। 'হিন্দু ধর্ম শিক্ষা' বইটিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি, হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ, ধর্মদর্শন, দেব-দেবীর পরিচয়, পূজা-পার্বণ, দশসংস্কার, শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক ক্রিয়া, ধর্মীয় উপাখ্যান ও কয়েকটি আদর্শ জীবনচরিত সন্নিবেশিত। বইটি পড়লে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানা যাবে এবং লাভ করা যাবে মহত্তর মূল্যবোধ। সেই শিক্ষা ও আদর্শ জীবনে ও সমাজে প্রয়োগ করলে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন কলুষমুক্ত ও শান্তিময় হয়ে উঠবে।

ইউনিট – ১

স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং হিন্দু ধর্ম

ভূমিকা

ঈশ্বর সকল কিছুর স্রষ্টা। কিন্তু তিনি নিরাকার। তাই তাঁকে উপলব্ধি করা কঠিন। তবে তাঁকে উপলব্ধি করা যায় তাঁর সৃষ্টির মধ্যে - জীবের মধ্যে, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে। তাই বর্তমান ইউনিটের পাঠ-১-এ প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করা হয়েছে। তুলে ধরা হয়েছে বিশ্বপ্রকৃতির বৈচিত্র্য ও ঐক্যের কথা। আর এ বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মূলে রয়েছেন ঈশ্বর। ইউনিটটির পাঠ-২ ও পাঠ-৩ এ প্রসঙ্গক্রমে হিন্দু ধর্মের আলোচনা করা হয়েছে। দেখানো হয়েছে, সনাতন ধর্ম কিভাবে হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্রও তুলে ধরা হয়েছে। আলোচিত হয়েছে হিন্দু ধর্মের মূল কথা ও শিক্ষা। যেমন, ঈশ্বর সকল কিছুর স্রষ্টা, জীবের মধ্যে ঈশ্বর আত্মারূপে অবস্থান করেন, তাই ঈশ্বর-জ্ঞানে জীবের সেবা করা কর্তব্য ইত্যাদি।

এ ইউনিটের তিনটি পাঠ শেষে আপনি স্রষ্টা ও সৃষ্টি এবং হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

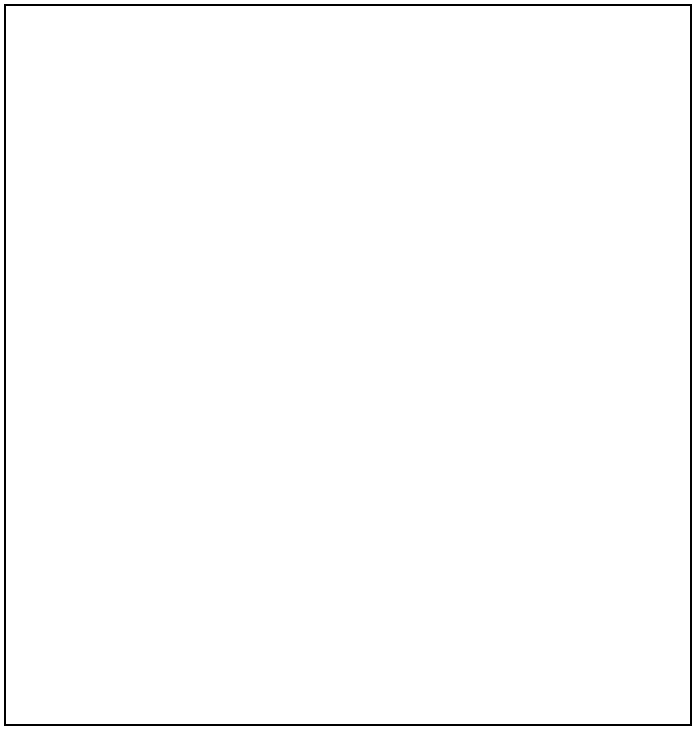

বিচিত্র প্রকৃতি

পাঠ-১ স্রষ্টা ও সৃষ্টি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- প্রকৃতি ও পরিবেশের বৈচিত্র্য ও বিস্ময়কর ঐক্যের ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সকল সৃষ্টির মধ্যকার বিস্ময়, বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মূলে এক মহান স্রষ্টা বা ঈশ্বর রয়েছেন, এ-কথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন, তাই জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়, একথা বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বিচিত্র আমাদের প্রকৃতি। বিচিত্র আমাদের পরিবেশ। ওপরে সুনীল আকাশ। সেই আকাশে রয়েছে সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ-উপগ্রহ আর নক্ষত্রের মেলা। পৃথিবীতে কোথাও রয়েছে উচ্চ পর্বতমালা। মাথায় তাদের বরফের সাদা মুকুট, সূর্যের আলোয় তা ঝলমল করে। আবার কোথাও আকাশের মতোই সুনীল সমুদ্র, ঢেউ তুলছে আর গর্জন করছে। পর্বত থেকে ঝরনাধারা নেমে আসে, নেমে আসে নদ-নদী। বনভূমি, প্রান্তর আর লোকালয়ের ভেতর দিয়ে তারা বয়ে চলে–কুলকুল রবে চলতে চলতে সমুদ্রে গিয়ে মেশে। কোথাও মরুভূমি। তপ্ত বালুকণার মধ্য দিয়ে চলে উটের সারি। মাঝে মাঝে মরূদ্যান। আবার বনে কিংবা লোকালয়ে রয়েছে নানা রকমের বৃক্ষলতা।

বৃক্ষলতায় দেখা যায় নানা রকমের ফুল আর ফল। বছরের বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যেও নানা পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে সূর্য প্রখর তেজে জ্বলে ওঠে। বর্ষায় আকাশ ভরে যায় কালো মেঘে। অঝোরে বৃষ্টি নামে। শরতে সুনীল আকাশে ভেসে বেড়ায় সাদা সাদা মেঘ। শীতে প্রকৃতি কুয়াশার চাদর মুড়ি দিয়ে ঠক্‌ঠক্ করে কাপে। বসন্তে নতুন পাতা আর ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় বৃক্ষলতা।

পশু-পাখি, কীট-পতঙ্গের মধ্যেও রূপে ও বর্ণে নানা বৈচিত্র্য রয়েছে। মানুষের মধ্যেকার বৈচিত্র্যও কম নয়। কেউ কালো, কেউ ফর্সা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে।

জীব ও জগতের মধ্যে, প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি আবার গভীর ঐক্যও রয়েছে। ঋতুচক্রের আবর্তন, দিবা-রাত্রির পালাবদল, গ্রহদের নিজ কক্ষপথে একই নিয়মে ঘুরে ঘুরে চলা প্রভৃতির মধ্যে গভীর ঐক্য ও শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবের এ সৌন্দর্য, বৈচিত্র্য ও ঐক্য আপনা-আপনি হয়নি। এর মূলে একজন স্রষ্টা বা সৃষ্টিকর্তা আছেন। এই সৃষ্টিকর্তাকে আমরা ঈশ্বর বলি। তিনি জড়-অজড়, জীব-অজীব সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন বলেই প্রকৃতি, পরিবেশ ও জীবের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা বা ঐক্য বিদ্যমান। ঈশ্বর জীবের শুধু স্রষ্টা নন। তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। তাই জীবের শক্তি ও সৌন্দর্য ঈশ্বরেরই শক্তি ও সৌন্দর্য। ঈশ্বর তার সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করেন। কবি রজনীকান্ত সেন এ সম্পর্কে বলেছেন:

"আছ অনল-অনিলে চির নভোনীলে
ভূধর-সলিল-গহনে।
আছ বিটপি-লতায় জলদের গায়
শশীতারকায় তপনে।"

ঈশ্বরের অস্তিত্বেই সকল কিছুর অস্তিত্ব। ঈশ্বরের সৌন্দর্যেই সকল কিছু সুন্দর । তাই ঈশ্বরের সৃষ্টিকে ভালবাসলে ঈশ্বরকেই ভালবাসা হয়। হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, "যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ"–

যেখানে জীব সেখানেই শিব বা ঈশ্বর। জীবের হৃদয়ে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান। হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান শিক্ষা হচ্ছে এই যে, জীবের ভিতরে ঈশ্বর আছেন, তাই জীবকে ঈশ্বর-জ্ঞানে সেবা করা একটি পবিত্র কর্তব্য। এই জ্ঞান থেকে আসে অহিংসা, আসে জীবের প্রতি ভালবাসা। কারণ জীব ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ প্রকাশ। সুতরাং আমরা সকল জীবের সেবা করব। জীব ও জগতের স্রষ্টা এবং সকল সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের স্রষ্টা, জীব ও জগতের নিয়ন্তা যে ঈশ্বর, সেই ঈশ্বরকে ভক্তি করব। হিন্দু ধর্মের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, নিজের মুক্তি বা আত্মমোক্ষ ও জগতের হিতসাধন। এই কথা স্মরণে রেখে আমরা জগতের হিতসাধনে সর্বদা সচেষ্ট থাকব।

সারাংশ

প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে, জীব ও জগতের মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি আবার গভীর ঐক্যও রয়েছে। এই বৈচিত্র্য ও ঐক্য আপনা-আপনি ঘটেনি, এর মূলে একজন স্রষ্টা ও নিয়ন্তা রয়েছেন। সকল কিছুর এই স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণকারীকে আমরা ঈশ্বর বলি।

ঈশ্বর জীবের শুধু স্রষ্টা নন, তিনি জীবের মধ্যে আত্মারূপে অবস্থান করেন। ঈশ্বর জীবের আত্মারূপে অবস্থান করেন বলে, জীবের সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। এর মধ্যে হিন্দু ধর্মের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়, তা হচ্ছে, আত্মমোক্ষ অর্থাৎ নিজের মুক্তি ও জগতের হিতসাধন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (ö) চিহ্ন দিন।

১. আমাদের প্রকৃতি ও পরিবেশ কেমন?
   ক. একঘেয়ে খ. সাদামাটা
   গ. বৈচিত্র্যময় ঘ. এগুলির কোনটিই নয়

২. প্রকৃতি, পরিবেশ ও সৃষ্টির মধ্যেকার বৈচিত্র্যের মূলে কে রয়েছেন?
   ক. সূর্য খ. ঈশ্বর
   গ. আকাশ ঘ. মানুষ

৩. ঈশ্বর কি রূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন?
   ক. দেহরূপে খ. মনরূপে
   গ. দেবতারূপে ঘ. আত্মারূপে

৪. 'আছ অনল-অনিলে চিরনভোনীলে ভূধর-সলিল-গহনে'—কোন কবি একথা বলেছেন?
   ক. দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
   গ. রজনীকান্ত সেন ঘ. অতুল প্রসাদ সেন

৫. জীবকে সেবা করলে কার সেবা করা হয়?
   ক. মানুষের খ. দেবতার
   গ. ব্রহ্মার ঘ. ঈশ্বরের

পাঠ-২ হিন্দু ধর্মের উদ্ভব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।
- কখন কিভাবে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- সনাতন ধর্মই হিন্দু ধর্ম নামে অভিহিত, একথা বুঝিয়ে বলতে পারবেন।
- ঈশ্বর হিন্দু ধর্মের মূল, একথা বলতে পারবেন।
- ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মমোক্ষ ও জগতের হিতসাধন হিন্দুধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য, একথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

হিন্দু ধর্ম অতি প্রাচীন ধর্ম। এ ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম। সনাতন ধর্মই হিন্দু ধর্ম নামে পরিচিতি লাভ করেছে। 'সনাতন' শব্দের অর্থ যা ছিল, যা আছে এবং যা থাকবে। আর 'হিন্দু' শব্দটি 'সিন্ধু' শব্দ থেকে এসেছে। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। ভারতবর্ষে বাইরে থেকে আসা আর্য এবং আগে থেকে বসবাসরত দ্রাবিড়, অস্ট্রিক প্রভৃতি নানা জাতি-উপজাতির নানা মত ও নানা পথের সংমিশ্রণ ঘটেছে। তবে আর্য ঋষিদের দৃষ্ট বেদ সনাতন ধর্মের প্রধান ভিত্তি। বেদদ্রষ্টা ঋষিরা বাস করতেন সিন্ধুনদের তীরে। আফগান প্রভৃতি বিদেশীরা সিন্ধুকে 'হিন্দ্' রূপে উচ্চারণ করত। বেদে বিশ্বাসী সনাতন ধর্মের অনুসারীদের তারা হিন্দু বলে অভিহিত করত। এদের সনাতন ধর্মকে তারা হিন্দুর ধর্ম বা হিন্দু ধর্ম বলত। এভাবে সনাতন ধর্ম হিন্দু ধর্ম নামে অভিহিত হয়েছে। বেদ, পুরাণ ও হিন্দু ধর্মের অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অনুসারে যাঁরা জীবন যাপন করেন এবং সনাতন বা হিন্দু ধর্মের কল্যাণকর আদর্শ জীবনে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হন, তাঁদেরকে বলা হয় হিন্দু। আর তাঁদের ধর্মকে বলা হয় হিন্দু ধর্ম।

ঈশ্বর হিন্দুধর্মের মূল । তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্বশক্তিমান এবং তিনিই সকল কিছুর নিয়ন্তা। ঈশ্বরকে পরমাত্মা বলা হয়। তিনিই সকল জীবের স্রষ্টা এবং জীবের আত্মারূপে জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। তাই হিন্দু ধর্মে বলা হয়েছে, জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।

জীবের আত্মা পরমাত্মা বা ঈশ্বরেরই অংশ। পরমাত্মার বিনাশ নেই, তাই হিন্দু ধর্মের একটি বিশ্বাস এই যে, আত্মার বিনাশ নেই। আত্মা অমর, অবিনশ্বর। বিনাশ ঘটে দেহের। আত্মার দেহ-পরিবর্তনই জন্ম ও মৃত্যু। হিন্দু ধর্মে একেই বলা হয়েছে জন্মান্তরবাদ। পুনঃপুন জন্ম হতে হতে এক সময় আর জন্ম হয় না। তখন জীব চিরমুক্তি বা মোক্ষ লাভ করে।

ঈশ্বরে বিশ্বাস, আত্মমোক্ষ ও জগতের হিতসাধন হিন্দু ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য।

সারাংশ

হিন্দু ধর্মের প্রকৃত নাম সনাতন ধর্ম। অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় এবং আর্য প্রভৃতি জাতি ও উপজাতির নানা মত ও নানা পথের সংমিশ্রণে সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। বেদ হিন্দু ধর্মের প্রধান ভিত্তি। ঈশ্বর হিন্দু ধর্মের মূল। আত্মার অবিনশ্বরতা ও মুক্তি, জন্মান্তরবাদ, জীবের হিতসাধন ও ঈশ্বর-জ্ঞানে জীবসেবা হিন্দু ধর্মের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (Ö) চিহ্ন দিন।

১. হিন্দু ধর্মের প্রকৃত নাম কি?
ক. ব্রাহ্ম ধর্ম খ. সত্য ধর্ম
গ. সনাতন ধর্ম ঘ. চিরন্তন ধর্ম

২. "সনাতন" শব্দের অর্থ কি?
ক. সত্য খ. চিরন্তন
গ. ঈশ্বর ঘ. সর্বজ্ঞ

৩. হিন্দু ধর্মের মূল কি?
ক. ঈশ্বর খ. দেবতা
গ. জন্মান্তরবাদ ঘ. আত্মা

৪. 'হিন্দু' শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?
ক. হিন্দোল খ. সিন্ধু
গ. মহেন্দু ঘ. বিন্ধ্য

৫. হিন্দু ধর্মের প্রধান ভিত্তি কি?
ক. জন্মান্তরবাদ খ. দেববাদ
গ. সৃষ্টিতত্ত্ব ঘ. বেদ

পাঠ-৩ হিন্দু ধর্মের বিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- হিন্দু ধর্মের ক্রমবিকাশের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- দেবতারা ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ ও শক্তির প্রকাশ—একথা বলতে পারবেন।
- দেবতা বহু হলেও ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—একথা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- হিন্দু ধর্ম অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

আর্য ও প্রাগার্য (প্রাক্+আর্য) নানা মত ও পথের সংমিশ্রণে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। উদ্ভবের পর হিন্দু ধর্ম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থকেনি। বরং নানা মত ও পথের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে করতে ক্রমবিকশিত হয়েছে। ঈশ্বর হিন্দু ধর্মের মূল। হিন্দু ধর্মের মূলগ্রন্থ বেদে ঈশ্বরের কথা বলা হয়েছে। এই বেদ হিন্দু ধর্মের প্রধান ভিত্তি। বেদ মানে জ্ঞান পবিত্র জ্ঞান। গভীর ধ্যানে সেই পবিত্র জ্ঞান আর্য ঋষিরা লাভ করেছিলেন। বেদে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এবং জগৎ ও জীবনের উৎস ব্র ক্ষ বা ঈশ্বর সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। বেদকে চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা: ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ব বেদ। ঋগ্বেদে রয়েছে দেবতাদের স্তুতি ও প্রার্থনা। যজুর্বেদে রয়েছে যজ্ঞের ব্যবহারের উপযোগী মন্ত্র। সামবেদে রয়েছে গানের সংগ্রহ। 'সাম' মানে গান। আর চিকিৎসা শাস্ত্রসহ অন্যান্য বিদ্যার সংগ্রহ হচ্ছে অথর্ব বেদ।

বৈদিক যুগে উপাসনার পদ্ধতি ছিল যজ্ঞ বা হোম ভিত্তিক। তখনও মূর্তি বা বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে উপাসনার রীতি ব্যবহৃত হয়নি। ঋষিরা দেবতাদের শক্তি স্মরণ করে মন্ত্রের মাধ্যমে তাঁদের স্তুতি ও উপাসনা করতেন এবং অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করে বাঞ্ছিত দেবতাকে আহ্বান জানাতেন। ঋষিরা বৈদিক দেবতাদের তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করেছেন। যথা :
(১) স্বর্গের দেবতা, (২) অন্তরীক্ষলোকের দেবতা (৩) মর্ত্যের দেবতা। স্বর্গের দেবতারা মর্ত্যে বা পৃথিবীতে আসেন না, তাঁদের ক্ষমতাই শুধু বোঝা যায়। এমন দেবতারা হলেন- সূর্য, বরুণ ইত্যাদি। অন্তরীক্ষলোকের দেবতারা মর্ত্যে আসেন কিন্তু অবস্থান করেন না। ইন্দ্র ও বায়ু অন্তরীক্ষলোকের দেবতা। আর মর্ত্যের দেবতাকে দেখা যায়। তিনি মর্ত্যে বা পৃথিবীতে অবস্থানও করেন। অগ্নি মর্ত্যের দেবতা। অগ্নিকে পৃথিবীতে পাওয়া যায় বলে তাঁর মাধ্যমে অন্য দেবতাদের আহ্বান করা হয়। অগ্নি প্রজ্বলিত করে তাতে বিভিন্ন দ্রব্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। এই পদ্ধতিতে উপাসনা করাকে যজ্ঞ বা হোম করা বলে। বৈদিক যুগে এই যজ্ঞভিত্তিক উপাসনা পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

বৈদিক যুগে বেদ ছাড়াও আরও কিছু ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত হয়। যেমন- ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে দেবতা ও ধর্মীয় উপাসনা পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। মহাপুরুষেরা উপলব্ধি করেন, মহামায়া বা প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরের শক্তির প্রকাশ ঘটে। ঈশ্বর যখন তাঁর কোন শক্তিকে রূপদান করেন, তখন তাঁকে দেবতা বলে। দেবতারা ঈশ্বরের শক্তির সাকার রূপ। যেমন, যে রূপে ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, তাঁর নাম ব্রহ্মা। তিনি যেরূপে পালন করেন, তাকে বলে বিষ্ণু। তাঁর বিদ্যাদানের শক্তিকে বলে সরস্বতী। ধন-সম্পদের শক্তিকে লক্ষ্মী বলা হয়।

উপাস্য দেবতা অনুসারে হিন্দু ধর্মের মধ্যে বিভিন্ন মত ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, যাঁরা শক্তির উপাসনা করেন তাঁরা শাক্ত, যাঁরা বিষ্ণুর উপাসনা করেন তাঁরা বৈষ্ণব এবং যাঁরা শিবের

উপাসনা করেন, তাঁরা শৈব ইত্যাদি। তবে বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটলেও এ সকল দার্শনিক মত ও বিশ্বাসের মধ্যে গভীর ঐক্য বিদ্যমান। এই ঐক্যের সূত্রটি হল এই যে, সকল দেবতা সেই এক এবং অভিন্ন পরম ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তি। এই ব্রহ্ম বা ঈশ্বরই হিন্দুধর্মের মূল। এভাবে ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের শক্তি হিসেবে দেবতাদের প্রকাশ এবং দেব-দেবীদের নানা বিবর্তনের মধ্যে হিন্দু ধর্মের বিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুধর্মের এই বিকাশের পরিচয় পৌরাণিক ধর্মগ্রন্থসমূহে বিধৃত। উপাসনা পদ্ধতিরও বিকাশ ঘটেছে। বৈদিক যুগে ছিল যজ্ঞভিত্তিক এবং দেবতাদের রূপ কল্পনা করে যজ্ঞের মধ্যে দিয়ে তাঁদের আহ্বান করা হত। পৌরাণিক যুগে দেবতাদের মূর্তি বা বিগ্রহ নির্মাণ করে এবং মন্দির স্থাপন করে সেই মন্দিরে দেবতাদের প্রতিষ্ঠিত করা হয়। তারপর পুষ্প, পত্র, নৈবেদ্য, ধূপ, দীপ প্রভৃতিসহ উপাসনা করা হয়। এ ধরণের উপাসনা পদ্ধতিকে বলা হয় পূজা। দেবতাদের মন্দির ও মহাপুরুষদের অবস্থানের স্থান অতি পবিত্র। এরূপ পবিত্র স্থানকে তীর্থ বলা হয়। তীর্থে গেলে দেহ মন পবিত্র হয়। যজ্ঞ, পূজা, ঈশ্বর ও দেবতাদের গুণকীর্তন, তীর্থভ্রমণ প্রভৃতির মধ্যে হিন্দু ধর্মের ক্রমবিকাশের পরিচয় রয়েছে।

আগেই বলেছি হিন্দুদের আদি ধর্মগ্রন্থ বেদ। এছাড়া ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীচণ্ডী প্রভৃতি হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। এ সকল ধর্মগ্রন্থে হিন্দুধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের পরিচয় রয়েছে।

সৃষ্টিতত্ত্ব

হিন্দুধর্মের নানা গ্রন্থে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে। ঈশ্বর যা করেন তাকে বলে লীলা। ঈশ্বরের লীলায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির শুরুতে প্রাণী বা বস্তু- কিছুই ছিল না। 'অপ এব সসর্জাদৌ'- প্রথমেই জলের সৃষ্টি হল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী প্রসারিত হল এক মহাসমুদ্র। সেই সমুদ্রে ঈশ্বর বিষ্ণুরূপে শায়িত হলেন। তাঁর নাভিপদ্মে বসলেন সৃষ্টির দেবতা ব্রহ্মা। বিষ্ণু তখন ছিলেন মহানিদ্রায়। এই সময় বিষ্ণুর কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে দুই দৈত্যের সৃষ্টি হল। সৃষ্টির পরই দৈত্যরা ব্রহ্মাকে হত্যা করতে ধেয়ে গেল। ব্রহ্মা তখন মহামায়া ও বিষ্ণুর স্তব করতে লাগলেন। মহামায়া প্রসন্ন হলেন। বিষ্ণু মায়ানিদ্রা থেকে জাগ্রত হলেন। দৈত্য মধু ও কৈটভ তাঁর হাতে নিহত হল। মধু ও কৈটভের মেদ থেকে মেদিনী অর্থাৎ পৃথিবীর সৃষ্টি হল। ঈশ্বর আকাশ, বাতাস, স্বর্গ, পাতাল প্রভৃতিও সৃষ্টি করলেন। বিশ্ব তখনও অন্ধকার। ঈশ্বর অন্ধকার দূর করার জন্য সূর্য ও তারকাসমূহ সৃষ্টি করলেন। সৃষ্টি করলেন বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ। কশ্যপ মুনির দুই পত্নী ছিল। দিতি ও অদিতি। দিতি থেকে দৈত্য এবং অদিতি থেকে আদিত্য বা দেবতাদের জন্ম হল। তারপর ব্রহ্মা নারী ও পুরুষ সৃষ্টি করলেন। পুরুষের নাম স্বায়ম্ভুব মনু এবং নারীটির নাম হল শতরূপা। স্বায়ম্ভুব মনু ও শতরূপার দুই পুত্র ও তিন কন্যার জন্ম হয়। পুত্র দুটির নাম প্রিয়ব্রত ও জ্ঞানপাদ। আর কন্যা তিনটির নাম ছিল আকুতি, দেবাহুতি ও প্রসূতি। তারপর পৃথিবীতে এল আরও মানুষ। মনুর সন্তান বলে মানুষকে মানব বলা হয়।

সারাংশ

আর্য ও প্রাগার্য নানা মত ও পথের সংমিশ্রণে সনাতন ধর্ম বা হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে। পথ ও মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে ক্ষেত্রবিশেষে পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। স্রষ্টার কথা বলতে গিয়ে সাধকেরা সৃষ্টিতত্ত্বও বর্ণনা করেছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (ö) চিহ্ন দিন।

১. হিন্দু ধর্মের প্রধান ভিত্তি কি?
   ক. শৈব মত — খ. বৈষ্ণব মত
   গ. বেদ — ঘ. শাক্ত মত

২. ঋষিরা কিভাবে বেদ লাভ করেছিলেন?
   ক. বই পড়ে — খ. জ্ঞানের দ্বারা
   গ. ধ্যানের দ্বারা — ঘ. দেবতাদের কৃপায়

৩. ঈশ্বর যখন কোন রূপ বা আকার ধারণ করেন তখন তাঁকে কি বলে?
   ক. সাকার ঈশ্বর — খ. মহাশক্তি
   গ. মহাকাল — ঘ. দেবতা

৪. ঈশ্বর যে রূপে পালন করেন, তাঁকে কি বলে?
   ক. ব্রহ্মা — খ. বিষ্ণু
   গ. শিব — ঘ. দুর্গা

৫. মনুর বংশধরদের কি বলা হয়?
   ক. মনুজ — খ. মৈনাক
   গ. মানব — ঘ. মনুপুত্র

রচনামূলক প্রশ্নমালা

১. প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে যে বৈচিত্র্য ও ঐক্য রয়েছে, সংক্ষেপে তার পরিচয় দিন। [পাঠ - ১ এর বিষয়বস্তুর প্রথম চার অনুচ্ছেদ দেখুন]

২. প্রকৃতি, পরিবেশ এবং সকল সৃষ্টির মধ্যেকার বৈচিত্র্য ও ঐক্যের মূলে কে রয়েছেন? বুঝিয়ে লিখুন। [পাঠ - ১ থেকে লিখুন]

৩. হিন্দু ধর্মের বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। [পাঠ - ১ থেকে লিখুন]

৪. কিভাবে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব ঘটেছে, তা বর্ণনা করুন। [পাঠ - ২ থেকে লিখুন]

৫. হিন্দু ধর্ম অনুসারে সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করুন। [পাঠ - ৩-এ 'সৃষ্টিতত্ত্ব' অংশটি দেখুন]

৬. **সংক্ষেপে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :**
   ক. 'জীবকে সেবা করলে ঈশ্বরের সেবা করা হয়।' — কথাটি সংক্ষেপে বুঝিয়ে লিখুন। [পাঠ - ১-এর শেষ অনুচ্ছেদ]
   খ. সনাতন ধর্ম কিভাবে হিন্দুধর্ম নামে অভিহিত হয়েছে সংক্ষেপে লিখুন। [পাঠ - ২-এর প্রথম অুনচ্ছেদ থেকে লিখুন]
   গ. হিন্দুধর্মের আদি ধর্মগ্রন্থসহ আরও চারটি ধর্মগ্রন্থের নাম লিখুন। [পাঠ - ৩-এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন]

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.১

১. খ ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. গ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.২

১. গ ; ২. খ ; ৩. ক ; ৪. খ ; ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন – ১.৩

১. ঘ ; ২. গ ; ৩. ঘ ; ৪. ঘ ; ৫. গ